দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

95

ভাল কিছু করতে পারে না

পারবেন না বা জন্মাতে পারবে না এই না বলতে পারার বিষয়টি শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য একটা কলঙ্ক বটে। সম্ভবত বাংলাদেশের এমন একটি উপজেলা বা ইউনিয়নও নেই যেখানকার সমস্ত নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দিয়ে ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। ছিটে-ফোঁটা দু'একটা পাড়া বা গ্রামে অতীতে এ ধরনের কিছু ফলাফল বলা হয়ে থাকলেও সেগুলোও এখন নিরক্ষরে গিজ গিজ করছে বলেই মনে হয়। অথচ নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারসহ অতীতের প্রতিটি সরকারই বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করেছেন— হৈ চৈ করেছেন। প্রকল্প অফিস খোলা হয়েছে অনেকবার। এমনকি অতীতে এ উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনে একজন করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকও নিয়োগ করা হয়েছিলো। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অনেকগুলো তো কেবলমাত্র এই গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্যই গঠন করা হয়েছে। অপরদিকে গণমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার কথা সবাই বলে থাকলেও— এখনো পর্যন্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক হয়নি। এমনকি প্রতি বছর যে কয়েক লাখ নতুন শিশু আসছে তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষারও কোন সুনিশ্চিত বিধি প্রণয়ন করা হয়নি।

যারা প্রাথমিক শিক্ষার দুয়ার অতিক্রম করে মাধ্যমিক স্তরে যেতে চায় বা মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে কলেজ পর্যায়ে যেতে চায় তাদের জন্য রয়েছে ভর্তি হবার প্রতিষ্ঠান সংকট। বিগত কয় বছর থেকে দেশের শহরগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির যে দৃশ্য তা সর্বস্তরের অভিভাবকদের কাছে দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর মন্ত্রণালয়ের এবং সরকারের সঠিক কোন নির্দেশ বা নীতি প্রণয়ন এখনও হয়নি। অথচ আমরা প্রতি বছরই বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছি। একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, সকল উন্নয়নের প্রয়োজন শুধু মানুষের জন্য। আর মানুষই সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর সেই মানুষের যদি উন্নয়ন না হয় অর্থাৎ মানব সম্পদের উন্নয়ন যদি নিশ্চিত না হয় তাহলে সেই মানব সম্পদের জন্য আধুনিক যুগের কোন উন্নয়নই ফলপ্রসূ হবে না। মানব সম্পদের উন্নয়ন অর্থাৎ শিক্ষাসহ অপরাপর আনুষঙ্গিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমরা যা করছি বা করবো তা মাত্র গুটি কতকের জন্য সুবিধা দিতে পারে— কিন্তু বৃহত্তর অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য তেমন কোন ফল দিতে পারবে না। উন্নয়নের হিড়িকও যদি পড়ে যায় তাহলেও— সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত থাকলে তাতে সামগ্রিক সমাজের কোন পরিবর্তন দুরাশামাত্র। আলোচ্য সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে সেটাই অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অশিক্ষিত লোক সামাজিক মর্যাদা যথার্থভাবে পায় না— তাহলে যে দেশে ২৩-২৭ শতাংশ লোক কেবলমাত্র লিখতে পড়তে পারে, অর্থাৎ যে দেশে ৭৭-৮০ শতাংশ লোক বিন্দুমাত্র পড়া লেখা জানে না সেখানে "উন্নয়ন উন্নয়ন" "স্থিতিশীল" "প্রগতি" প্রভৃতি বলতে আমরা কাদের অগ্রগতি বা উন্নতি বলছি তা সবারই ভেবে দেখা দরকার।

অতএব, যতোক্ষণ না আমরা দেশের শিক্ষার হার অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার হার সর্বোচ্চ করতে পারব না ততোক্ষণ আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা হচ্ছে— একথা নিশ্চিত হয় না। এ কথার সাথে কারও মতোপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সে পার্থক্য গভীর ও বৃহত্তর বিবেচনায় একান্ত দুর্বল হতে বাধ্য। সেই সত্যটিই প্রকাশ করেছেন ফরেস্ট সিসম্যান।

দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী

অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী কোন সময় এবং কোন দেশেও তার নিজের জন্য ভাল কিছু করতে পারে না। তাদের জন্য সর্বত্রই রয়েছে নিম্নমানের জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থানের অসুবিধা, পারিবারিক অশান্তি। তাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা কিছু কিছু কাজকর্মকে রপ্ত করতে পারেন বা অপরের কাজের ফাঁকে নিজেদেরকে চালিয়ে নিতে পারেন কিন্তু তারা বরাবরই নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখতেই ক্লান্ত হন। অশিক্ষার অভিশাপ কোন সমাজে বা কোন দেশের জন্যই মঙ্গলকর নয়।

এ সম্পর্কে ফরেস্ট সিসম্যান নামক একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথপোর্ট পলিসি এ্যানালাইসিস ইনস্টিটিউটের একজন বিশ্লেষক) এ সম্পর্কে কতোগুলো কথা বলেছেন। এ কথাগুলোর মধ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর যে সমীক্ষা চালানো হয় সেই সমীক্ষায় উদ্ধারকৃত তথ্যাবলী তুলে ধরেন। তাতে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২ কোটি ৫০ লাখ লোক অশিক্ষিত। এই অশিক্ষিতদের সম্বন্ধে তিনি জানান যে, তারা ভালভাবে লিখতে জানে না, পড়তে জানে না এবং নিজেদের চাকরি পাবার ক্ষেত্রেও তেমন কোন সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করতে পারে না। এ অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিসম্যান জানান যে, "It is simply suicidal and emprasing for an advanced nation to face the probleem".

....This group of adults are mainly members of disadvantaged groups-earn low incomes, troubled job histories, broken families or native Americans with limited limited proficiency in English and often limited abilitis to read and write in any other languese" এই গবেষণা থেকে যে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় তা আমাদের দেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ।

সে দেশটি অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সবশেষ অগ্রগতি সাধন করছে।

সেখানকার জীবন যাত্রার মানও অনেক উন্নত। সে দেশে কাজেরও অভাব নেই বলে আমরা সাধারণভাবে মনে করি। কিন্তু সে দেশের শিক্ষার হার অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র পড়তে পারে বা কেবলমাত্র কিছু লিখতে পারে জ্ঞানের লোকদের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতদের মধ্যেও তাদেরকে গণ্য করা হয় না এবং সে কারণেই ঐ আড়াই কোটি বয়স্ক নর-নারী কিভাবে রয়েছে— আলোচ্য সমীক্ষা তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। এখানে যে বিষয়টি আমাদের জন্য গুরুণীয় ও সতর্ক করার দাবী করে তা তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশের জন্যই গুরুত্ব পাবার দাবীদার। তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশই তার জনসংখ্যাকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত স্বাক্ষর দানে সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশে এই সংখ্যার পরিমাণ আরও অনেক কম। জাতীয়ভাবে আমাদের শিক্ষিতের হার প্রায় ২৭ শতাংশ। এ ২৭ শতাংশের মধ্যে রয়েছে— কেবলমাত্র পড়তে পারেন বা কেবলমাত্র নিজের নাম লেখতে পারেন এমন লোকজনও। সুতরাং জাতীয়ভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, আমরা এই বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে কিভাবে দেশ পরিচালনা করছি সেটাই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

আমাদের দেশের অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ অপরাপর কোন কিছুই উন্নত নয়। কর্মসংস্থানেরও তেমন কোন সুযোগ নেই। তার উপর রয়েছে বিশাল এক বেকার গোষ্ঠী। সেই দেশের মুক্ত শিক্ষা ও পেশা গ্রহণের প্রতিযোগিতায় সাধারণ মানুষের সুযোগ কতোখানি তা ভাবতে হবে। এটি একটি সামগ্রিক বিষয় এবং সাধারণ বিষয় যে, আমেরিকার মতো দেশে যদি অশিক্ষিত লোকের জন্য জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা, পেশা সন্ধান করা এবং অন্যান্য সামাজিক অবস্থান নিম্নমানের হয় এবং সেটা সে দেশেও অভিশাপ হিসেবে পরিগণিত হয়— তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষার হার সে তুলনায় কোথায় রয়েছে আর সস্তা শ্রমিকের দেশ হওয়ার কারণে আমরা কোন অবস্থাতে থাকতে পারি। আর তার মূল কারণই হলো শিক্ষার অভাব। সেই শিক্ষাকে জনপ্রিয় বা গণমুখী করার কোন রকম জোর প্রচেষ্টা তেমন দেখা যায় না।

বরং বছর বছর দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্নভাবে বন্ধ থাকছে এবং সেশন যথারীতি সমাপ্ত হচ্ছে না। এই অতি সাধারণ বিষয়ের সাথে সাথে আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকার কিছুতেই আর নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা কলেজ প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা করছেন না। অপরদিকে এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং গণশিক্ষায়নে একটা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। সচরাচর দেখা যায় যে, একশ্রেণীর সমাজসেবী নামক লোকজনের আয়োজনে গড়ে ওঠা সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম খানিকটা বিলাসী সমাজ সেবার কৃতিত্ব অর্জনের কার্যে জড়িত। কেননা, তাঁরা কাজ করছেন— সারা দেশে সবাই কাজ করছেন— সব সময়ই করছেন কিন্তু কোথায়ও এমন কোন দৃষ্টান্ত তৈরী করা হচ্ছে না যে অন্যান্য একটি জেলার মধ্যে আর কোন নিরক্ষর ব্যক্তি নেই অথবা সেই নিরক্ষরমুক্ত জেলাটিতে আর ১ টিও নতুন নিরক্ষর লোক ভবিষ্যতে আসতে